গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ গত ২৩/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
তারিখঃ ২৩/০৭/২০১৮ খ্রি.
সময়ঃ বিকাল ৩.০০ ঘটিকা

সভায় সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে দেয়া হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২। সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, দেশের উন্নয়নের গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অটোমেশন/ডিজিটাইজেশন প্রকৃতির প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। অতঃপর উপ প্রধান-কে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ৭টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ০.২২ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৭৬৯.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৭২২৪৬.৭৮ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯৪% এবং বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে জুন'১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৩৩.৩৫৯৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮২%। আইএমইডি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী মে'১৮ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতির হার ৬২.৮১%। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জুন'১৮ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় অগ্রগতি কত এ বিষয়ে সভায় জানতে চাইলে উপ প্রধান বলেন, এডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় অগ্রগতি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রের মাধ্যমে এডিপি বাস্তবায়নের জাতীয় অগ্রগতি ৯৪% মর্মে জানা গেছে। সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে চলতি অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়নের নিমিত্ত এখন থেকেই সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

৩। পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ

উপ প্রধান গত ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গত সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত আছে কিনা জানতে চান। গত সভার কার্যবিবরণীর ওপর কারো কোন মতামত না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর তিনি প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

৪। প্রকল্পভিত্তিক আলোচনাঃ

(১) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প:

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পটি মূলত: ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ

প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১৩৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন'১৮ পর্যন্ত অবমুক্ত করা হয়েছে ১৩৬.০০ কোটি টাকা (১০০%) এবং ব্যয় হয়েছে ১০০.৮৫ কোটি টাকা (৭৪%)। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি বলেন, জুন'১৮ পর্যন্ত ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৮০টি ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে উদ্ভুত নানাবিধ সমস্যার কারণে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম বন্ধ আছে। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোর মধ্যে আরো ২টি অফিসের সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে এবং ৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস উপকূলীয় হিসেবে বিবেচনা করে নির্মাণ করতে হবে। সে মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য সমস্যাগ্রস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো স্থাপনের বিষয়ে বিকল্প জায়গা নির্ধারণ করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে বলা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে, সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আরডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(খ) সমস্যাগ্রস্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আরডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(গ) আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর)।

(২) গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation) প্রকল্প, ১ম সংশোধিতঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে ২৫৫০টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ করে ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩২.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত ৪৩২.৪৫ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের (১০০%) এবং ব্যয় হয়েছে ৪১৮.১০৬৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৬.৬৮%। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮০০টি, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৬০০টিসহ সর্বমোট ৫৪০০টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৬ হাজার এবং আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৮৬০০টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৫৫৩৬টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরে অবশিষ্ট ১৯০৬৪টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার নিমিত্ত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে, মাঠ পর্যায়ে যেখানে গুচ্ছগ্রামের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম অনলাইন/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরে অবশিষ্ট ১৯০৬৪টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার নিমিত্ত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) মাঠ পর্যায়ে যেখানে গুচ্ছগ্রামের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম অনলাইন/ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক)।

(৩) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians) প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এসএ, আরএস) খতিয়ানসমূহ ভূমি মালিকগণকে সহজে সরবরাহ এবং বিভিন্ন জরিপে প্রণীত ৪.৫৮ কোটি খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে সেন্ট্রাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৩১.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত ৩১.৭৪ কোটি টাকা (১০০%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৮.৮১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৯%। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৬৬,০০,২৪৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মে'১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৩২,০৫,৭০৩টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আরো ২,৩৩,৯৪,৩৪১টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, এ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ আরো ২ বছর বৃদ্ধিসহ খতিয়ান স্ক্যান করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সে মোতাবেক গত ১৫/০৫/২০১৮ তারিখে সংশোধিত প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ০৫/০৬/২০১৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, চলতি অর্থ বছরের নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে গত ২৮/০৬/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ৬ মাস বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ০৫/০৭/২০১৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে কিছু তথ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কত দিনের মধ্যে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ এবং উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হবে এ বিষয়ে সভায় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, পরিকল্পনা কমিশন হতে চাহিত তথ্যাদি আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করা হবে এবং আগামী ১ মাসের মধ্যে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি, পরিকল্পনা কমিশন হতে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করা এবং উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন দ্রুত সম্পন্ন করে ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) পরিকল্পনা কমিশন হতে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে এবং উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন দ্রুত সম্পন্ন করে ডিপিপি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(৪) চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ), ২য় সংশোধিত প্রকল্প:

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, উপকূলীয় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলার দরিদ্র জনগণের দারিদ্রতা ও ক্ষুধা নিরসনের লক্ষ্যে নতুনভাবে জেগে উঠা চরের ২০ হাজার একর খাসজমি ১৪ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ০.৯৯ কোটি টাকা (জিওবি ০.৭৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২২ কোটি) বরাদ্দ রয়েছে। জুন'১৮ পর্যন্ত ০.৭৭ কোটি টাকা (১০০%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ০.৮৩৭২ কোটি টাকা [(জিওবি ০.৬১৭৪ কোটি(৮০%) এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২১৯৮ কোটি (১০০%)] যা মোট বরাদ্দের ৮৫%। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে উপ প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন, মাঠ পর্যায়ে প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ৯৪% এবং কিছু জায়গার প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম আইনি জটিলতার কারণে সম্পন্ন করা

সম্ভব হবে না। তবে এ জন্য প্রকল্পের কার্যক্রমে কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া, জুন'১৮ পর্যন্ত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে ১৬,৫০৬টি (১১৭.৯০%), জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে ১৬,৩৩৩টি (১১৬.৬৬%), কবুলিয়াত সম্পাদন করা হয়েছে ১৩,৭৬১টি (৯৮.২৯%), কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ১৩,৩৮৫টি (৯৫.৬১%), খতিয়ান তৈরী করা হয়েছে ১২,৮২২টি (৯১.৫৯%) এবং খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে ১২,৪৬১টি (৮৯.০১%)। এ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় একটি ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া গত ১৭/০৪/২০১৮ তারিখে এ প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ইফাদ সম্মতি প্রদান করেছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের আওতায় উড়ির চরকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে কমিশনার চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, এ প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের প্রকল্প পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি সভা আহ্বান করতে হবে, ব্রিজিং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) এ প্রকল্পের আওতায় উড়ির চরকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে কমিশনার চট্টগ্রাম, জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, এ প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের প্রকল্প পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি সভা আহ্বান করতে হবে এবং ব্রিজিং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(৫) ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ঢাকায় অবস্থিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ভবনের নিচে নিয়ে এসে জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত ৪২.৫০ কোটি টাকা (৭১%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪২.২১৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৭০%। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন, বেইজমেন্ট ফাউন্ডেশন/কলাম ঢালাই এর কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন'১৮ সময়ে শেষ হয়ে গেছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ০৫/০৬/২০১৮ তারিখে আইএমইডি'তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এ প্রকল্পের কাজ নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন, ভবনে ব্যবহৃত কিউরিং ও রডের মান প্রতিটি পর্যায়ে বুয়েটের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রকল্পের কার্যক্রম মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিবের সাথে যোগাযোগ করে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। তাছাড়া, চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক)।

(খ) মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)।

(গ) উক্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে(কার্যার্থেঃ প্রকল্প পরিচালক ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর)।

(৬) সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

উপ প্রধান বলেন, নতুন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ভূমি অফিসে ভূমি রেকর্ডসমূহের সংরক্ষণ ও সরবরাহ করার উন্নত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ১০৩.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত ৭৫.২৬ কোটি টাকা (৭৩%) অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৪৮.৭৮৬৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৭.১৫%। নিবার্হী প্রকৌশলী বলেন, গত অর্থ বছরে ২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে ৫৪৯টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসসহ মোট ৫৬৯টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। জুন'১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৫০০টি অফিসের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি, পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার চাদভা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে কেন জানতে চাইলে নিবার্হী প্রকৌশলী বলেন, চাদভা ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের জন্য ঠিকাদার প্রয়োজনীয় মালামাল নিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি ২৬/০৭/২০১৮ তারিখের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করতে হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ৯০০টি সমতল ভূমি অফিসের নক্সা এবং ১০০টি উপকূলীয় ভূমি অফিসের নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নক্সাগুলো স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদন করা প্রয়োজন। তাছাড়া, ৯৩টি ভূমি অফিসের জায়গা নিয়ে সমস্যা রয়েছে এবং এ সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, ভূমি অফিসের নক্সা অনুমোদন এবং ৯৩টি ভূমি অফিসের জায়গার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে, চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এ প্রকল্পের আওতায় কোথায় কোথায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে তার তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

<u>সিদ্ধান্তঃ</u>

(ক) ভূমি অফিসের নক্সা অনুমোদন এবং ৯৩টি ভূমি অফিসের জায়গার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(খ) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(গ) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের অবস্থান ও বছরভিত্তিক তালিকা সফটকপিসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(ঘ) পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার চাদভা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি ২৬/০৭/২০১৮ তারিখের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)।

(৭) Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor প্রকল্পঃ

উপ প্রধান বলেন, ভূমি সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, আবাসন সুযোগ সুবিধা প্রদান, ভূমি সেবা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং ভূমি সেবা ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জুন'১৮ পর্যন্ত ৩.৭৫ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের (৭৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ৩.৭৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের (৭৫%)। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের ৬ষ্ঠ হতে ৮ম তলা ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন'১৮ সময়ে শেষ হয়ে গেছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ প্রদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে আইএমইডি'তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) চলতি অর্থ বছরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে(কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

(খ) প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ গ্রহণের লক্ষ্যে আইএমইডি'তে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে (কার্যার্থে: প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

৫। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আরএডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ওপর আলোচনাঃ

উপ প্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৯টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্পগুলো ডিপিপি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	
১.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত প্রতিফলন করে রিকাস্ট ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল। পর্যবেক্ষণগুলোর বিপরীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাবসহ রিকাস্ট ডিপিপি গত ২২/০৮/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন উক্ত ডিপিপির কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখ করে তা সংশোধনের নিমিত্ত গত ২১/০৯/২০১৭ তারিখে পুনরায় ফেরৎ পাঠিয়েছে। গত ১৬/১১/২০১৭ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপির উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ১২/০৬/২০১৮ তারিখে পুনরায় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম ও চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করে আলাদা আলাদা ৪টি ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
		বলা হয়েছে।
২.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	রিকাস্ট ডিপিপির উপর ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে গত ২৮/১১/২০১৭ তারিখে মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপির উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠিত গত ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপির উপর গত ১২/০৬/২০১৮ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত প্রতিফলন সাপেক্ষ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।
	কারিগরি প্রকল্প	
৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প	গত ২১/০৬/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় উক্ত প্রকল্পটি শর্তযুক্ত অনুমোদিত হয়েছে। একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।
	সেক্টরঃ পানি সম্পদ	
৪.	মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প	গত ২৭/০৪/২০১৭ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে জনবল কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিকাস্ট ডিপিপি অনুমোদনের জন্য গত ১৪/০৫/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। পর্যবেক্ষণগুলোর বিপরীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাব গত ১৭/০৮/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের উপর গত ২২/১০/২০১৭ তারিখে প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রকল্পটি অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত ০৩/০১/২০১৮ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫.	উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প	ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গেছে। ডিপিপি'র উপর কিছু পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। উক্ত পর্যবেক্ষণগুলো প্রতিফলন সাপেক্ষ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য গত ০৪/০১/২০১৮ তারিখে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ডকে বলা হয়েছে।
	সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
৬.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য়	গত ২৭/০৪/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উপর গত ১৯/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অগ্রগতি
	পর্যায়) প্রকল্প	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন করে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭.	২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি উপর গত ১৭/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। নক্সা প্রেরণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।
৮.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীনে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প	গত ১৬/০১/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭/০৮/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৭/০১/২০১৮ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে রিকাস্ট ডিপিপির উপর একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।
৯.	বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	গত ২২/০৩/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২০/০৫/২০১৮খ্রি. তারিখে উক্ত প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলন সাপেক্ষ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গত ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে পরিচালক, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে বলা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়নি, সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে সত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো।

৬। আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/০৮/২০১৮
(শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি.)
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়